যুগান্তর

তারিখ ... 26 JUN 2013 ...
পৃষ্ঠা ... 8 ... কলাম ...

ঢাবি আইনের লংঘন চলছেই

শিক্ষাবিদ্যালয়ে গণতন্ত্রহীনতা ও আইনের লংঘন মেনে নেয়া যায় না।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যেভাবে একের পর আইনের লংঘন চলছে, তা একসময়ের প্রাচ্যের অক্সফোর্ড খ্যাত এ উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য লজ্জাজনক উদাহরণ তৈরি করেছে। সর্বশেষ অধ্যাদেশ লংঘনের ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে সিনেট অধিবেশন না বসার মাধ্যমে। প্রতি বছর জুনে সিনেট অধিবেশন বসার কথা। অধিবেশন শুরুর ২১ কার্যদিবস আগে সিনেট সদস্যদের নোটিশ দিতে হয়। কিন্তু সদস্যরা এখনও সে নোটিশ না পাওয়ায় এবার সিনেট অধিবেশন না বসার বিষয়টি প্রায় নিশ্চিত। এর মাধ্যমে দেশের সর্বোচ্চ এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ইতিহাসে একটি নজিরবিহীন ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে। উল্লেখ্য, ১৯৮৯ সালে হাইকোর্টের নির্দেশে স্থগিত হওয়ার কারণে সিনেট অধিবেশন বসেনি। এ ব্যতিক্রম বাদে ১৯২১ সালে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর এমন ঘটনা আর ঘটেনি। সিনেট অধিবেশন না বসার বিষয়টি উদ্বেগজনক। সিনেটের জুন অধিবেশনে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরবর্তী অর্থবছরের বাজেট পাস হয়ে থাকে। এছাড়া পুরো এক বছর বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার দিকনির্দেশনা দেয়া হয়। শিক্ষক ও ছাত্র ছাড়াও সমাজের বিভিন্ন স্তরের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটকে বলা হয়ে থাকে দেশের দ্বিতীয় পার্লামেন্ট। আজ সেই সিনেটের কী অবস্থা, তা ভাবলে বিস্ময় জাগে। জানা যায়, অধিবেশন না ডাকার কারণ হল সিনেট সদস্যপদের উল্লম্ফতা। ১০৫টি সিনেট সদস্যপদের মধ্যে ৮৭টিই শূন্য। নির্বাচিত সদস্যদের মেয়াদ অনেক আগেই শেষ হয়ে গেলেও নির্বাচন দেয়া হয়নি। এ কারণেই এ অবস্থা। বর্তমানে যে ১৮ জন সদস্য রয়েছেন, তাদের কেউই নির্বাচিত নন। সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন, সিনেটের নির্বাচিত সদস্যরা উপাচার্য নির্বাচনের দাবি করতে পারেন— এমন আশংকা থেকেই নির্বাচন দেননি উপাচার্য। কারণ উপাচার্য নির্বাচন হলে বর্তমান ভিসির নিজের প্যানেলে নির্বাচিত না হওয়ার আশংকা প্রবল।

বস্তুত উপাচার্য নিজেই দায়িত্ব পালন করছেন আইন লংঘনের মাধ্যমে। উপাচার্যের মেয়াদ চার বছর হলেও তিনি সাড়ে ৪ বছর কাটিয়ে দিয়েছেন অনির্বাচিতভাবে। যেখানে উপাচার্য নিজেই আইন লংঘন করে সাড়ে ৪ বছর কাটিয়ে দিলেন, সেখানে তিনি সিনেটের নির্বাচন দেবেন না, এটাই বুঝি স্বাভাবিক! সিনেট অধিবেশন ডাকা হলে নিশ্চিতভাবেই এসব বিষয়ে তাকে সমালোচনার মুখে পড়তে হতো। প্রকৃতপক্ষে ডাকসু নির্বাচন থেকে শুরু করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় সব গণতান্ত্রিক কার্যক্রম হুমকির মুখে পড়েছে। একসময় যে বিশ্ববিদ্যালয় ছিল গণতন্ত্র চর্চার কেন্দ্রবিন্দু, সে প্রতিষ্ঠানে গণতান্ত্রিক রীতিনীতি ও আইন-অধ্যাদেশকে পদদলিত করা হচ্ছে, এটা দুর্ভাগ্যজনক। এর ফলে স্বেচ্ছাচারিতাকেই উৎসাহিত করা হচ্ছে।

যথাসময়ে সিনেট অধিবেশন না বসলে তা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের একটি ব্যর্থতা হিসেবে পরিগণিত হবে। এ অবস্থা চলতে থাকলে বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশের প্রতি সবার আস্থা কমে যাবে। সবচেয়ে বড় কথা, এর ফলে সিনেটের মর্যাদা ক্ষুণ্ন হবে। বর্তমানে দেশের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো দলীয় লেজুড়বৃত্তির রাজনীতির কারণে প্রায়ই সংঘাত-সংঘর্ষের কবলে পড়ছে। এতে ব্যাহত হচ্ছে শিক্ষা কার্যক্রম। আমরা মনে করি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের প্রতিটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নির্বাচন থেকে শুরু করে সব ধরনের নির্বাচন যথাসময়ে অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত। এর ফলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো অনেক অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি থেকে মুক্ত থাকতে পারবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে গণতন্ত্রহীনতা ও আইনের লংঘন মেনে নেয়া যায় না।